বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী

<u>২২ মার্চ ২০০৯</u>

পানি সবচেয়ে মুল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন আমাদের বেশি ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। একদিকে বিশ্বের বর্ধিত জনগোষ্টির জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার যেমন ক্রমাগত বাড়ছে তেমনি অন্যদিকে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের অনেক অঞ্চলে হিমবাহ প্রবাহের ক্রমহ্রাসমানতা, অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত এবং বন্যা ও খরার প্রবণতা চরম আকার ধারণ করায় পানির সহজলভ্যতা হ্রাস পাচ্ছে। তাই পানির সতর্ক ব্যবস্থাপনা এবং এর বহুমাত্রিক চাহিদার ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি।

পৃথিবীর উপরিভাগস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় অঞ্চলের বেশিরভাগ পানিতেই রয়েছে অংশীদারিত্ব। বিশ্বেব ৪০ শতাংশ মানুষ ২৬৩টি নদী উপকুলের কোনো না কোনোটিতে বাস করে যার ভাগীদার দুই বা ততোধিক দেশের অধিবাসীরা। সীমিত পানি সম্পদের ভাগাভাগি থেকে সহিংস বিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা এখন নিয়মিত আলোচনা ও চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সংঘর্ষের অনুঘটক হিসেবে পানির সম্ভব্য ভূমিকা সত্বেও বাস্তবে আমরা তার উল্টো নজির দেখতে পাই। পারস্পারিক চাহিদা পুরণে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নয়, সহযোগিতার উদাহরণই সচরাচর চোখে পড়ে।

'সব জলসম্পদে সবার অংশীদারিত্ব' এই স্লোগানকে সামনে রেখে এ বছর বিশ্ব পানি দিবসে - সীমান্ত অতিক্রমকারি জলসম্পদ কিভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে তা তুলে ধরা হবে। বিশ্বব্যাপী যেখানে পানি সংক্রান্ত কমপক্ষে ৩০০টি আন্তর্জাতিক চুক্তি রয়েছে, সেখানে তাদের অধিকাংশেরই অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে রয়েছে মতানৈক্য। বস্তুত জলসম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তিগুলো আস্থা ও শান্তি উন্নয়নে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা, একটি নমণীয় নীতি প্রণয়ন, শক্তিশালী সংগঠণ এবং একটি সর্বজনীন উদ্যোগ আমাদের এমন একটি কাঠামো নির্মাণে সহায়তা করবে যার সুফল সবাই পাবে।

মুল্যবান ও সীমিত পানি সম্পদ আমরা কিভাবে ব্যবহার করব তার ওপরই আমাদের সমষ্টিগত ভবিষ্যত নির্ভর করছে - আজকের বিশ্ব পানি দিবসে এ বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদানের জন্য আমি সরকার, সুশীল সমাজ, ব্যক্তিখাত এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

** *** **